

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এই নেশা থাকতে হবে যে আমাদের ভাগ্য স্বয়ং বাবা এসে জাগিয়েছেন, এখন আমরা ভারতের শুয়ে থাকা ভাগ্যকে জাগানোর নিমিত্ত হয়েছি”

*প্রশ্নঃ - কে নিরন্তর খুশীতে বগল বাজাতে (লাফাতে এবং হাসতে) থাকে?

*উত্তরঃ - ১) যে দিনরাত নিজেকে সেবাতে ব্যস্ত রাখে। ২) যে কখনও মাতা-পিতার প্রতি মান অভিমান করে না। যদি কখনও কোনও কথাতে নিজেদের মধ্যে বা মাতা পিতার প্রতি মান অভিমান করে পড়াশোনা ছেড়ে দেয় তাহলে খুশীতে বগল বাজাতে পারবে না। মায়া তাকে থাপ্পড় মেরে দেয়। যে সবাইকে হাসায়, সে কখনও কারো উপরে অভিমান করে না।

*গীতঃ- তোমরাই হলে আগামী দিনের ভাগ্য...

ওম শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। পতিত-পাবন হলেন সদ্ধুরু। সদ্ধুরু যেমন আছেন, তেমনি মিথ্যাবাদীও অবশ্যই আছে। যেরকম বলা হয় মিথ্যা মায়া, মিথ্যা কায়া... সত্যযুগে এমন বলা হবে না। তার নামই হলো সত্য খন্ড। ভারত সত্যখন্ড ছিল। সত্যখন্ড নাম কেন রাখা হয়েছে? কেননা এই খন্ড হলো অসীম জগতের বাবার জন্মভূমি। এই কথাটি আর কারো বুদ্ধিতে নেই যে পরমপিতা পরমাত্মাকে টুথ অর্থাৎ সত্য বলা হয় আর ভারত হল তাঁর জন্মভূমি। বাবা এসে এই কথা বোঝাচ্ছেন। এই ভারত বাস্তবে স্বর্গ ছিল, এখন তো হল নরক। আমি ভারতকে স্বর্গ বানাতে আসি।

এখন তোমরা জানো যে নিশ্চিত ভাবেই পূর্বে ফরেনারদের রাজ্য ছিল, তখনও নরক ছিল, এখন তো আরোই চরমতম নরক হয়ে গেছে। নিজেদের মধ্যে মতভেদে এসে কতোই না যুদ্ধ করতে থাকে। ভাষার মধ্যেও কতো অনৈক্য হয়ে গেছে। মিথ্যা বলতে থাকে - আমরা সবাই হলাম এক। বাস্তবে এত সব মানুষ হলো এক ব্রাদারহুড। কোনও মতভেদ হওয়া উচিত নয়। ধর্মের মধ্যেও কোনও মতভেদ যেন না হয়। কিন্তু কতোইনা মতভেদ আছে! এখন তো ভাষার মধ্যেও মতভেদ হয়ে গেছে। সবই ড্রামার ভবিষ্যৎ। ভারত চূড়ান্ত পরিমাণে নরকে পরিণত হয়ে গেছে। নিজেদের মধ্যে কতোইনা শত্রুতা! কৌরব আর পান্ডবদের যুদ্ধ তো হয় নি। পান্ডব তো তোমরা এখানে বসে আছে। তোমরা হলে সত্যিকারের ব্রাহ্মণকুল ভূষণ ভারতের ভবিষ্যৎ। তোমাদের নাম কতোইনা সুন্দর - স্বদর্শন চক্রধারী, ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী। ত্রিমূর্তি শিববাবা তোমাদেরকে ব্রহ্মার দ্বারা ত্রিকালদর্শী বানাচ্ছেন। তৃতীয় নেত্র খুলে দেন। তিজরীর কথা অথবা সত্যনারায়ণের কথা বা অমর কথা - বিষয়টা তো একই। তোমরা সকল ভারতবাসীরা অমরকথা শুনছো। যেরকম বাবা বোঝাচ্ছেন সেইরকম ভাবে তোমাদেরকেও বোঝাতে হবে। অনেকেই জিজ্ঞেস করে - বাবা, সার্ভিস কিভাবে করবো? বাবা বুঝিয়েছেন যারা ব্রাহ্মণকুল ভূষণ, মানুষকে হিরের মতো তৈরী করে, তারা নিজেদের কাছে বোর্ড লাগিয়ে রাখবে। সেখানে শিববাবার চিত্র লাগানো থাকবে। শিববাবার চিত্রের নিচে লিখতে হবে - “অসীম জগতের বাবার থেকে জন্মসিদ্ধ অধিকার স্বর্গের বাদশাহী কিভাবে প্রাপ্ত হয় - সেটা এসে বুঝে যাও।” তখন মানুষ এসে বুঝবে। বোঝানো তো সহজ। বাবা এসেছেন, এসে স্বর্গ বানাচ্ছেন। এটা হলো শিববাবার অবতরণ ভূমি। পরমধাম থেকে বাবা ভারতেই আসেন। ভারতই হল সবথেকে বড় তীর্থস্থান। সবাইকে মানতে হবে। গুরুনানক, বুদ্ধ ইত্যাদি যারা যারা আছেন, তাদের সকলের বাবা, যিনি হলেন পতিত-পাবন, এটা হল তাঁর জন্মভূমি। এখন তো হল আসুরী রাজ্য। যেখানে রাজা-রানী কালো, সেখানে প্রজারাও কালো হবে, পুনরায় গৌর (সুন্দর) হয়ে যাবে। একে বলা হয় আয়রণ এজ, সেটা হল গোল্ডেন এজ। পাবন দুনিয়া তো হল শিবালয়। ইংরেজরাও মনে করে যে গড গডেজের রাজ্য ভারতেই ছিল। কিন্তু কবে ছিল, এটা বুঝতে পারে না। ভারত অত্যন্ত ধনসম্পদে ভরপুর ছিল, এখন তো কাণ্ডাল হয়ে গেছে, এইজন্য ভারতকে টাকা দান করে। গরীবকেই দান করা হয়, তাই এখন দান দিতে থাকে। ভারত থেকেই অনেক ধন নিয়ে গেছে। এখন পুনরায় ভারতকে দিতে থাকে। বাবা বলছেন - আমার পাঁট হলো ভারতকে হিরেতুল্য বানানো। তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার-কুমারী, তোমাদেরকেই দেবী-দেবতা বানাচ্ছেন। গাওয়া হয়ে থাকে পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ আর দেবতা ধর্ম স্থাপন করেন। কিন্তু ভারতবাসী তা জানে না। তাদের এই অজ্ঞানতাও ড্রামার মধ্যে নির্ধারিত আছে। তাই এই বোর্ড লাগিয়ে দাও যে লৌকিক বাবার থেকে জন্ম-জন্মান্তর পার্থিব জগতের উত্তরাধিকার নিয়ে এসেছো, এখন এসে পারলৌকিক বাবার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নাও। প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান সঙ্গমেই হয়ে থাকে। তাই সবাইকে এটা বোঝাও যে তোমরা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান আর সত্যযুগী দৈবী স্বরাজ্যের অধিকারী। কতো সহজ কথা। এই ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা হল শিববাবার পৌত্র-পৌত্রী। কল্প

পূর্বেও হয়েছিল, এখন পুনরায় হয়েছে, দেবী-দেবতা হওয়ার জন্য। শিববাবার চিত্রও সাথে থাকবে। ভারতকে স্বর্গ বানাতে যারা সাহায্য করে, তাদের পুরস্কার অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। যে ব্রাহ্মণ যেরকম সেবা করবে, সেরকমই পদ নেবে। বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। বাচ্চারা তোমাদের অন্দরে খুশী হয় যে আমরা শ্রীমতে চলে স্বর্গে রাজত্বের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। নেশা তো অবশ্যই চড়া উচিত। স্বর্গের মালিক তো সবাই হবে কিন্তু পুরুষার্থ করে নিজের উঁচু পদ প্রাপ্ত করো। বাবার নাম সুপ্রসিদ্ধ করো। গাইতে থাকে - গুরুর নিন্দুক কোনও স্থান পাবে না। কিন্তু তাদেরকে জিজ্ঞেস করো - কোন পদ? এখন তো এই সঙ্গীত গ্যারান্টি করছেন যে - আমি তোমাদের সবাইকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। তোমাদেরকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। এটা বাবা-ই বলতে পারেন। গাওয়া হয়ে থাকে যে মশার মতো ঝাঁকে-ঝাঁকে যাবে। বিনাশ হবে তখন খড়ের গাদায় আগুন লাগবে। এটাও গাওয়া হয়ে থাকে যে পান্ডবদের লাঙ্গাগুহে আগুন লাগিয়েছিল। লাঙ্গাগুহ ছিল তাই না। এনার নাম ছিল লেখরাজ। তাই সত্য-সত্যই তারা কেরোসিন নিয়ে এসেছিল আগুন লাগানোর জন্য। প্র্যাক্টিক্যাল কথা, তাই না। আগুন লাগেনি, এটা তো কেবল লিখে দিয়েছে। তাই বাচ্চারা তোমাদের কতইনা নেশায় থাকতে হবে, কেননা তোমরাই ভারতের ভবিষ্যৎ হতে চলেছে। তারা তো নিজেদের ভাগ্যের সামনে রেখা টেনে দিয়েছে। এখন টাকা-পয়সা ইত্যাদি সব বাইরে থেকে আসছে। এটা রিটার্ন সার্ভিস হচ্ছে। বিনাশ সামনে অপেক্ষারত। তারা তোমাদের থেকে অনেক কিছু নিয়েছে, ভারতে অনেক লুটপাট করেছে। কতো গুপ্ত রহস্য ড্রামার মধ্যে নিহিত আছে! বিদেশীরা হল এখন ভারতের প্রতি দাতা। ড্রামা অনুসারে এটা পূর্ব নির্ধারিত আছে। কল্প পূর্বেও এইরকম হয়েছিল। বাবা বোঝাচ্ছেন প্রতি কল্পে আমি তোমাদের সাথে মিলিত হয়েছি। প্রতি কল্পে শ্রীমত দ্বারা বাবার থেকে তোমরা নিজেদের স্বরাজ্য প্রাপ্ত করো, আর কিছু করার দরকার নেই। “অহিংসা পরম ধর্ম” - এই শ্রীমতের দ্বারা তোমরা বিশ্বের মালিক তৈরী হচ্ছে। ‘শ্রী-শ্রী’ - গুরুদের বলা যাবে না। শিববাবাকেই ‘শ্রী-শ্রী’ বলা যাবে। ভগবানুবাচ - এটা হল সেই ৫ হাজার পূর্বের সময়, যখন আমি সবাইকে উদ্ধার করতে আসি। তোমরাও হলে শিববাবার পৌত্র-পৌত্রী, ব্রহ্মার সন্তান ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। উচ্চপদস্থ কোনও ব্যক্তিরও বোঝাতে পারো। যারা সোশাল ওয়ার্কার, তাদেরকেও বোঝাতে পারো। সার্ভিসের দ্বারাই বৃদ্ধি হবে। সাহস রাখতে হবে। এটা তো জানো যে মায়াও কম নয়। চাঁটি মেরে এমন মুখ ঘুরিয়ে দেবে যে, রামের থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত বুদ্ধি হয়ে যাবে। একটা খেলা আছে না - এখন রামের, আবার এখনই রাবনের হয়ে যায়। বাবা বলেছিলেন যে বিরাট রূপও বানাও। সেখানে বর্ণ দেখাতে হবে - দেবতা বর্ণ, তারপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বর্ণে এসেছে। শূদ্র থেকে এখন পুনরায় ব্রাহ্মণ বর্ণে এসেছে। ভারতের ৮৪ র চক্র এইভাবেই পুনরাবৃত্তি হয়। তোমরা যে কাউকে এটা বোঝাতে পারো। একে বলা হয় সহজ রাজযোগ। তোমরা হলে রাজযোগী, রাজস্বয়ী, আর তারা হল হঠযোগী ঋষি।

তোমরা এখন শ্রীমতে চলে পবিত্র হচ্ছে। সত্যযুগ ত্রেতাতেই হল সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। সেখানে মায়া থাকেনা। বাচ্চা যেভাবে জন্ম নেওয়ার হবে, সেইভাবেই হবে। তোমরা এই প্রশ্ন কেন করো যে বাচ্চা কিভাবে জন্ম নেবে? প্রথমে বর্সা তো নিয়ে নাও। সেখানকার রীতি-নীতি যেমন হবে, তেমন হবে। এসব কেন জিজ্ঞেস করো? তোমাদেরকে তো নির্বিকারী হতে হবে, তারপর সেখানে যা নিয়ম থাকবে, সেইভাবেই চলবে। শ্রীকৃষ্ণও গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছে। তাকে সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলা হয়। সে তো গর্ভ মহলে বড়ই আরামে বসেছিল। এখানে তো গর্ভজেলে অনেক শাস্তিভোগ করে ত্রাহি-ত্রাহি করতে থাকে। তো এইরকম-এইরকম কথা বোঝাতে হবে। সার্ভিস করতে হবে। মিত্র, সম্বন্ধী, প্রতিবেশী ইত্যাদি সবাইকে জ্ঞান শোনাতে হবে। বাবার পরিচয় দিতে থাকো। অসীম জগতের বাবা স্বর্গ স্থাপন করছেন। বাবা বলছেন - আমাকে স্মরণ করো তো তোমাদের সব বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। প্রতিজ্ঞা করো যে - বাবা আমি আপনার সহায়ক হয়ে পবিত্রতার বর্সা অবশ্যই নেবো। সবকিছুর আধার হল পুরুষার্থ। ফলো মাদার-ফাদার। জিজ্ঞাসা করার কি আছে? এইম্ অবজেক্ট হলই রাজযোগ, রাজা হওয়ার জন্য যোগ। প্রজা হওয়ার জন্য যোগ নয়। রাজা হবে তাহলে প্রজাও তো অবশ্যই চাই। ভারতে সর্বদাই রাজা-রাণীর রাজ্য চলে এসেছে। এখন তো নো রাজা-রাণী। বাবা পুনরায় রাজা-রাণীর রাজ্য স্থাপন করছেন। একে বলা হয় প্রবৃত্তি মার্গ। পতিত-পাবন বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। পতিত-পাবন অবশ্যই বলতে হবে। পতিত-পাবন বাবা আমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তাই তিনি হলেন সত্য বাবা। সৎ শিক্ষক আবার সঙ্গীতও। পতিত-পাবন হল ফার্স্ট। গুরুর মহিমা হল প্রধান।

যাদের ঘরে কোলাহল হয়, তখন বলা হয় কলহ-ক্লেশের কারণে জলপূর্ণ কলসও শুকিয়ে যায়। যে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তার উপরেই দোষ পড়ে যায়। ড্রামা অনুসারে তার বুদ্ধির তালা বন্ধ হয়ে যায়। কিছুই বলতে পারে না। যদি গিয়ে বাবার নিন্দা করে তাহলে গলার আওয়াজ রুদ্ধ হয়ে যায়। সঙ্গীতের নিন্দুক কোনও পদ পায় না। ইনি তো হলেন সত্য বাবা, সত্য শিক্ষক, সঙ্গীত। যদি আমার নিন্দা করাও তাহলে কোনও পদ পাবে না। বিনাশের রিহার্সালও হতে থাকবে। তখন কিছু

মানুষ অঞ্জান নিদ্রা থেকে জাগবে। তোমরা যদিও জাগাও, কিন্তু একদম ঘোর নিদ্রায় শুয়ে আছে। শান্ত্রে তো গ্লানির কথা লিখে দিয়েছে। সত্যযুগের নাম গুপ্ত করে দিয়েছে। খুশীতে তো অন্তর্মনে হাসতে হবে লাফাতে হবে। মাতা-পিতার কাছে কখনও অভিমান করো'না। তুফান আসবে, কিন্তু বাবাকে কখনও ত্যাগ করবে না। মাতা-পিতার থেকে কখনও মুখ ঘুরিয়ে নেবেনা। মায়া অত্যন্ত প্রবল। বাচ্চারা তোমরা কখনও অভিমান করবে না। তোমরা সবাইকে হাসাতে থাকো। বাবার থেকে বড় লটারী প্রাপ্ত হয়েছে তাই সর্বদা হাসি-খুশীতে থাকতে হবে। কাউকে দুঃখ দেবেনা। দুঃখ দিলে দুঃখী হয়ে মরবে। মুখ দিয়ে সর্বদা রক্তই বের করতে হবে, পাথর নয়। পাথর বের হলে পাথরবুদ্ধি হয়ে যাবে। এখন তো কেউ সম্পূর্ণ হয় নি। সম্পূর্ণ হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবার সহায়ক হয়ে তাঁর থেকে ইনাম (পুরস্কার) নিতে হবে। সঙ্করুর নাম সুপ্রসিদ্ধ করতে হবে। বাবার নিন্দা করা হবে না।

২) নিজেদের মধ্যে কলহ করবে না। মুখ দিয়ে সর্বদাই রক্ত বের করতে হবে, পাথর নয়। সবাইকে হাসাতে হবে, কখনও মান অভিমান করবে না।

বরদানঃ-

নির্বিঘ্ন স্থিতির দ্বারা বায়ুমন্ডলকে পাওয়ারফুল বানিয়ে মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব তোমাদের সেবা হলো প্রথমে নিজেকে নির্বিঘ্ন বানানো তারপর অন্যদেরকে নির্বিঘ্ন বানানো। যদি নিজেই বিঘ্নের বশীভূত হতে থাকে তাহলে অস্ত্রে নির্বিঘ্ন থাকতে পারবে না। সেইজন্যে অধিক সময় ধরে নির্বিঘ্ন স্থিতি বানাও, দুর্বল আত্মাদেরকেও বাবার থেকে প্রাপ্ত হওয়া শক্তি প্রদান করে শক্তিশালী বানাও, 'আমি হলাম মাস্টার সর্বশক্তিমান', এই স্থিতির অনুভব করো - তাহলে বায়ুমন্ডল পাওয়ারফুল হবে।

স্নোগানঃ-

যারা রয়্যাল বাবার রয়্যাল বাচ্চা, তাদের প্রত্যেক চলনের দ্বারা রয়্যালটি দেখা যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium

Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;